দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **এবম্**—এভাবেই; **সতত**—সর্বদা; **যুক্তাঃ**—নিযুক্ত; **যে**—যে সমস্ত; **ভক্তাঃ**—ভক্তেরা; **ত্বাম্**—তোমার; **পর্যুপাসতে**—যথাযথভাবে আরাধনা করেন; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **অপি**—পুনরায়; **অক্ষরম্**—ইন্দ্রিয়াতীত; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **তেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **কে**—কারা; **যোগবিত্তমাঃ**—যোগীশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

যে শুদ্ধ ভক্ত সে কৃষ্ণ তোমাতে সতত ।
অনন্য ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে যুক্ত ॥
আর যে অব্যক্তবাদী অব্যক্ত অক্ষরে ।
নিষ্কাম করম করি সদা চিন্তা করে ॥
তার মধ্যে কেবা উত্তম যোগবিৎ হয় ।
জানিবার ইচ্ছা মোর করহ নিশ্চয় ॥

Scanned with CamScanner

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ-তত্ত্ব, নির্বিশেষ-তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত ও যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত, পরমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাঁরা হচ্ছেন নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। সবিশেষবাদী ভক্তেরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না। তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অব্যক্ত তার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেন।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার মধ্যে ভক্তিযোগই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন, তা হলে তাঁকে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে।

ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় সবিশেষবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞেস করছেন, এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়? পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভক্তিযোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও প্রত্যক্ষ পন্থা।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আমাদের বুঝিয়েছেন যে, জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎস্ফুলিঙ্গ। আর পরমতত্ত্ব হচ্ছেন বিভুচৈতন্য। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই বিভুচৈতন্য ভগবানের প্রতি তার চেতনাকে নিবদ্ধ করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন। আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তাঁর অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে

বলা হয়েছে যে, সবিশেষ কৃষ্ণরূপের প্রতি সকলের আসক্ত হওয়া উচিত, কেন না সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি।

তবুও কিছু লোক আছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত নয়। তারা এই বিষয়ে এমনই প্রচণ্ডভাবে আগ্রহহীন যে, *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা কালেও তারা পাঠকমহলকে কৃষ্ণবিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দিকে তাদের সমস্ত ভক্তি পরিচালিত করে থাকে। যে পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত, সেই নির্বিশেষ রূপের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্দ করে।

বাস্তবিকপক্ষে, পরমার্থবাদীরা দুই রকমের হয়ে থাকেন। এখন অর্জুন জানতে চাইছেন, এই দুই রকমের পরমার্থবাদীদের মধ্যে কোন্ পন্থাটি সহজতর এবং কোন্‌টি শ্রেয়তম। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্তযুক্ত। নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট নন। তিনি জানতে চাইছেন যে, তাঁর অবস্থা নিরাপদ কি না। এই জড় জগতেই হোক বা চিৎ-জগতেই হোক, ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের পক্ষে একটি সমস্যাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, কেউই পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে না। তাই অর্জুন বলতে চাইছেন, "এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ?" একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম, কারণ তা হলে অনায়াসে তাঁর অন্য সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং তাতে কৃষ্ণপ্রেমে কোন বিঘ্ন ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশ্য**—নিবিষ্ট করে; **মনঃ**—মন; **যে**—যাঁরা; **মাম্**—আমাকে; **নিত্য**—সর্বদা; **যুক্তাঃ**—নিযুক্ত হয়ে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পরয়া**—অপ্রাকৃত; **উপেতাঃ**—যুক্ত হয়ে; **তে**—তাঁরা; **মে**—আমার; **যুক্ততমাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী; **মতাঃ**—মতে।

Scanned with CamScanner

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
আমার স্বরূপ এই যার মন সদা ।
আবিষ্ট হইয়া থাকে উপাসনা হৃদা ॥
শ্রদ্ধার সহিত করে প্রাণ ভক্তিময় ।
উত্তম যোগীর শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যাঁর মন তাঁর সবিশেষ রূপে আবিষ্ট এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এভাবেই যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তিনি আর কখনও জাগতিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্যই সব কিছু তখন করা হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। কখনও তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করেন, কখনও তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন, কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রন্ধন করেন, কখনও বা তিনি বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোন কিছু খরিদ করেন, কখনও তিনি মন্দির অথবা বাসন পরিষ্কার করেন—অর্থাৎ, কৃষ্ণসেবায় কর্ম না করে তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট করেন না। এই ধরনের কর্মই হচ্ছে পূর্ণ সমাধি।

শ্লোক ৩-৪

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যে—যাঁরা; **তু**—কিন্তু; **অক্ষরম্**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যা; **অনির্দেশ্যম্**—অনির্বচনীয়; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **পর্যুপাসতে**—উপাসনা করেন; **সর্বত্রগম্**—সর্বব্যাপী;

অচিন্ত্যম্—অচিন্ত্য; **চ**—ও; **কূটস্থম্**—অপরিবর্তনীয়; **অচলম্**—অচল; **ধ্রুবম্**—শাশ্বত; **সংনিয়ম্য**—সংযত করে; **ইন্দ্রিয়গ্রামম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমবুদ্ধয়ঃ**—সমভাবাপন্ন; **তে**—তাঁরা; **প্রাপ্নুবন্তি**—প্রাপ্ত হন; **মাম্**—আমাকে; **এব**—অবশ্যই; **সর্বভূতহিতে**—সমস্ত জীবের কল্যাণে; **রতাঃ**—রত হয়ে।

গীতার গান

অক্ষর অব্যক্তসক্ত নির্দিষ্টভাব ।
ইন্দ্রিয় সংযম করি হিতৈষী স্বভাব ॥
সর্বব্যাপী অচিন্ত্য যে কূটস্থ অচল ।
ধ্রুব নির্বিশেষ সত্ত্বে থাকিয়া অটল ॥
সমবুদ্ধি হয়ে সব করে উপাসনা ।
সে আমাকে প্রাপ্ত হয় করিয়া সাধনা ॥

অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁরা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না, কিন্তু পরোক্ষ পন্থায় সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন, তাঁরাও পরিণামে সেই পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। সেই বিষয়ে বলা হয়েছে, "বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানী যখন জানতে পারে যে, বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছুর পরম কারণ, তখন সে আমার চরণে প্রপত্তি করে।" বহু জন্মের পরে কোন মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন। এই শ্লোকগুলিতে যে পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে কেউ যদি ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাঁকে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে, সকলের প্রতি সেবাপরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে হবে, তা না হলে কখনই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করার পরই কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি আসে।

Scanned with CamScanner

স্বতন্ত্র আত্মার অন্তস্তলে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন আদি সব রকমের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়। তখন উপলব্ধি করা যায় যে, পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। এই উপলব্ধির ফলে আর কারও প্রতি হিংসাভাব থাকে না। তখন আর মানুষে ও পশুতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। কারণ, তখন কেবল আত্মারই দর্শন হয়, বাইরের আবরণটিকে তখন আর দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নির্বিশেষ উপলব্ধি অত্যন্ত দুষ্কর।

শ্লোক ৫

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

ক্লেশঃ—ক্লেশ; **অধিকতরঃ**—অধিকতর; **তেষাম্**—তাদের; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **আসক্ত**—আসক্ত; **চেতসাম্**—যাদের মন; **অব্যক্তা**—অব্যক্ত; **হি**—অবশ্যই; **গতিঃ**—গতি; **দুঃখম্**—দুঃখময়; **দেহবদ্ভিঃ**—দেহাভিমানী জীব দ্বারা; **অবাপ্যতে**—লাভ হয়।

গীতার গান

কিন্তু এইমাত্র ভেদ জান উভয়ের মধ্যে ।
ভক্ত পায় অতি শীঘ্র আর কষ্টে সিদ্ধে ॥
অব্যক্ত আসক্ত সেই বহু ক্লেশ তার ।
অব্যক্ত যে গতি দুঃখ দেহীর অপার ॥

অনুবাদ

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার প্রয়াসী, তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী এবং যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। এখন, এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে। জ্ঞানযোগের পন্থা যদিও পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয়, তবুও তা অত্যন্ত ক্লেশসাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা, সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার যে পন্থা, তা অত্যন্ত সহজ এবং তা হচ্ছে দেহধারী জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অনাদিকাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। সে যে তার দেহ নয়, সেই ধারণা করাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই, ভক্তিযোগী শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করেন, কারণ তাতে একটি সবিশেষ রূপের ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের যে পূজা, তা মূর্তিপূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের যে উপাসনা তা সগুণ উপাসনা, কেন না জড় গুণাবলীর দ্বারা ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড় গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব।

সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়। যেমন, রাস্তার পাশে আমরা ডাকবাক্স দেখতে পাই এবং সেই বাক্সে আমরা যদি চিঠিপত্র ফেলি, তা হলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যে কোন একটি পুরানো বাক্সে অথবা ডাকবাক্সের অনুকরণে তৈরি কোন বাক্স, যা পোস্ট অফিসের অনুমোদিত নয়, তাতে চিঠি ফেললে কোন কাজ হবে না। তেমনই, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি হচ্ছেন ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি, যাঁকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ। এই অর্চাবিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। ভগবান সেই রূপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপ অবতারের মাধ্যমে তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের সুবিধার জন্য তিনি এই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

সুতরাং, ভক্তের পক্ষে সরাসরিভাবে অনতিবিলম্বে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষবাদের পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। তাঁদের *উপনিষদ* আদি বৈদিক গ্রন্থের মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে হয়, তাঁদের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং এই সবগুলিই সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পন্থা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত যে মানুষ সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তিনি কেবলমাত্র

Scanned with CamScanner

ভক্তিভরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে অনায়াসে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে পরিণামে যে তাঁদের পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি না-ও হতে পারে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবিশেষবাদীরা কোন রকম বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে, কোন রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই ধরনের একটি শ্লোক আছে, তাতে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করাই যদি পরম উদ্দেশ্য হয় (এই আত্মনিবেদনের পন্থাকে বলা হয় ভক্তি), তা হলে তা না করে কোন্‌টি ব্রহ্ম আর কোন্‌টি ব্রহ্ম নয়, এই তত্ত্ব জানবার জন্য সারাটি জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক হয়। তাই, অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না করতে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার পরিণতি অনিশ্চিত।

জীব হচ্ছে নিত্য, স্বতন্ত্র আত্মা এবং সে যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, তা হলে সে তার স্বরূপের সৎ ও চিৎ প্রবৃত্তির উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু আনন্দময় প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানযোগের পথে বিশেষভাবে অগ্রণী এই প্রকার অধ্যাত্মবিৎ কোন ভক্তের কৃপায় ভক্তিযোগের পথে আসতে পারেন। সেই সময়, নির্বিশেষবাদের দীর্ঘ সাধনা তাঁর ভক্তিযোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি তখন তাঁর পূর্বার্জিত ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। তাই, দেহধারী জীবের পক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক, তার অনুশীলন ক্লেশদায়ক এবং তার উপলব্ধিও ক্লেশদায়ক। প্রতিটি জীবেরই আংশিক স্বাতন্ত্র্য আছে এবং আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি আমাদের চিন্ময় সত্তার আনন্দময় প্রবৃত্তির বিরোধী। এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় পন্থা, যার ফলে সে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, সেটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভগবদ্ভক্তিকে যদি কেউ অবহেলা করে, তা হলে তার ভগবৎ-বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে যে তত্ত্বের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রতি, বিশেষ করে এই কলিযুগে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা করতে নিষেধ করছেন।

শ্লোক ৬-৭

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যে—যাঁরা; **তু**—কিন্তু; **সর্বাণি**—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **ময়ি**—আমাতে; **সংন্যস্য**—ত্যাগ করে; **মৎপরাঃ**—মৎপরায়ণ হয়ে; **অনন্যেন**—অবিচলিতভাবে; **এব**—অবশ্যই; **যোগেন**—ভক্তিযোগ দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান করে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **অহম্**—আমি; **সমুদ্ধর্তা**—উদ্ধারকারী; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **সংসার**—সংসার; **সাগরাৎ**—সাগর থেকে; **ভবামি**—হই; **ন চিরাৎ**—অচিরেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—আবিষ্ট; **চেতসাম্**—চিত্ত।

গীতার গান

যে আমার সম্বন্ধেতে সব কর্ম করে ।
আমার স্বরূপ এই নিত্য ধ্যান করে ॥
জীবন যে মোরে সঁপি আমাতে আসক্ত ।
অনন্য যে ভাব ভক্তি তাহে অনুরক্ত ॥
সে ভক্তকে মৃত্যুরূপ এ সংসার হতে ।
উদ্ধার করিব শীঘ্র জান ভাল মতে ॥

অনুবাদ

যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেন না ভগবানের কৃপায় তাঁরা অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভগবান হচ্ছেন মহান এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মাই হচ্ছে তাঁর অধীন। প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, কিন্তু সে যদি তা না করে, তা হলে তাকে মায়ার দাসত্ব করতে হয়।

Scanned with CamScanner

পূর্বে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই, আমাদের পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম করতে হবে। যে কাজকর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সেই কাজ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করা উচিত। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের মানদণ্ড। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা ছাড়া ভক্ত আর কিছুই কামনা করেন না। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা এবং সেই জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন—যেমনটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। আমরা আমাদের বৃত্তিগত কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভক্তকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, যে শুদ্ধ ভক্ত এভাবেই তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে তিনি অচিরেই ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করবেন। যাঁরা যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের ঈপ্সিত লোকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাভাবে এই সমস্ত পন্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তাঁর ভক্তকে তিনি নিজেই তাঁর কাছে নিয়ে যান। অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে নানা রকম সিদ্ধি লাভের অপেক্ষা করতে হয় না।

বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে—

নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদিগতিং বিনা ।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥

অর্থাৎ, অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে নিজেই অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যান। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। শিশুকে যেমন তার বাবা-মা সর্বতোভাবে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনই ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনও রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহান কৃপাবলে তাঁর বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। মাঝ সমুদ্রে

পতিত হয়েছে যে মানুষ, সে যতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন, শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলে সে অনায়াসেই রক্ষা পেতে পারে। তেমনই, ভগবানও তাঁর ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। *নারায়ণীয়তে* এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, সকাম কর্মের বিভিন্ন পন্থায় ব্রতী না হয়ে অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মাচরণ—দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপশ্চর্যা, যোগ আদির সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের বিশেষত্ব।

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সমন্বিত মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, যা অন্য কোন ধর্ম আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

ভগবদ্গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরম উপদেশ দান করে ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তখন অতীত জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং, আর অন্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভের ব্যর্থ প্রয়াস করার কোন প্রয়োজন নেই। পরম সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা।

Scanned with CamScanner

শ্লোক ৮

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ময়ি—আমাতে; **এব**—অবশ্যই; **মনঃ**—মন; **আধৎস্ব**—স্থির কর; **ময়ি**—আমাতে; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **নিবেশয়**—অর্পণ কর; **নিবসিষ্যসি**—বাস করবে; **ময়ি**—আমার নিকটে; **এব**—অবশ্যই; **অতঃ ঊর্ধ্বম্**—তার ফলে; **ন**—নেই; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব তুমি এই দ্বিভুজ স্বরূপে ।
এ মন বুদ্ধি স্থির কর ভগবৎ স্বরূপে ॥
আমার এ নিত্যরূপে নিত্যযুক্ত হলে ।
অবশ্য পাইবে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলে ॥
ঊর্ধ্বগতি সেই জান না কর সংশয় ।
সর্বোচ্চ ফল তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় রত, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করেন। তিনি যে প্রথম থেকেই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভক্ত জড়-জাগতিক স্তরে জীবন যাপন করেন না—তাঁর জীবন কৃষ্ণভাবনাময়। ভগবানের নাম স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই, ভক্ত যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ভক্তের জিহ্বায় নর্তন করেন। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভোগ সরাসরিভাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেয়ে ভক্ত কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠেন। ভগবানের সেবায় ব্রতী না হলে সেটি যে কি করে সম্ভব হয়, তা বুঝতে পারা যায় না, যদিও *ভগবদ্গীতা* ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এই পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অথ—আর যদি; **চিত্তম্**—মন; **সমাধাতুম্**—স্থাপন করতে; **ন**—না; **শক্নোষি**—সক্ষম হও; **ময়ি**—আমাতে; **স্থিরম্**—স্থিরভাবে; **অভ্যাস**—অভ্যাস; **যোগেন**—যোগের দ্বারা; **ততঃ**—তা হলে; **মাম্**—আমাকে; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা কর; **আপ্তুম্**—প্রাপ্ত হতে; **ধনঞ্জয়**—হে অর্জুন।

গীতার গান

যদি সে সহজভাবে হও অসমর্থ ।
অভ্যাস যোগেতে কর লাভ পরমাত্র ॥
বিধিমার্গে রাগমার্গে যেবা মোরে চায় ।
অচিরাৎ সে অভ্যাসে লোক মোরে পায় ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্তিযোগের দুটি ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে। তার প্রথমটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। আর অপরটি হচ্ছে যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের জন্য নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুশীলন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

ভক্তিযোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার পন্থা। ভবসংসারে বর্তমান সময়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিরত থাকার ফলে মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা কলুষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হতে থাকে এবং অবশেষে তা যখন পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন তারা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসে। মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীবনে আমি কোন

Scanned with CamScanner

না কোন মালিকের চাকরি করতে পারি, কিন্তু সেই দাসত্ব ভালবাসার নয়। আমি কেবল মাত্র কিছু টাকা পাওয়ার জন্য সেই চাকরি করি এবং সেই মালিকও আমাকে ভালবাসে না; আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে আমাকে মাহিনা দেয়। সুতরাং, সেখানে ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক জীবনের চরম পরিণতি হচ্ছে সেই নির্মল দিব্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই সেই প্রেমভক্তির স্তর লাভ করা যায়।

সকলের হৃদয়ে এই ভগবৎ-প্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ভগবৎ-প্রেম বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক সঙ্গের প্রভাবে তা কলুষিত। এখন জড় বিষয়ের প্রভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে এবং তা হলে যে কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তা পুনরুজ্জীবিত হবে। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পূর্ণ পন্থা।

ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিধিবিধান পালন করা কর্তব্য—খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, তারপর ফুল তুলে ভগবানের শ্রীচরণে তা নিবেদন করা, ভোগ রান্না করে তা ভগবানকে নিবেদন করা, প্রসাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নানা রকমের বিধিনিয়ম আছে যেগুলি অনুশীলন করতে হয়। আর নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে যে কেউ প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারা যায়। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে অবশ্যই ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

শ্লোক ১০

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অভ্যাসে—অভ্যাস করতে; **অপি**—এমন কি যদি; **অসমর্থঃ**—অসমর্থ; **অসি**—হও; **মৎকর্ম**—আমার কর্ম; **পরমঃ**—পরায়ণ; **ভব**—হও; **মদর্থম্**—আমার জন্য; **অপি**—ও; **কর্মাণি**—কর্ম; **কুর্বন্**—করে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অবাপ্স্যসি**—লাভ করবে।

গীতার গান

অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও ।
আমার লাগিয়া কর্মে সদাযুক্ত রও ॥
আমার সন্তোষ জন্য যেবা কার্য হয় ।
জানিও সেসব মোরে প্রাপ্তির উপায় ॥

অনুবাদ

যদি তুমি এমন কি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তা হলে আমার প্রতি কর্ম পরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

তাৎপর্য

যিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বৈধীভক্তি অনুশীলন করতে সমর্থ নন, তিনি কেবল মাত্র ভগবানের জন্য কর্ম করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই কর্ম কিভাবে সাধন করা যায়, তা *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সকলকেই সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। বহু ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁরা নানা রকম সাহায্যের আবশ্যকতা বোধ করে থাকেন। সুতরাং, কেউ যদি সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি পালন না করতে পারেন, তিনি অন্তত ভগবানের বাণী প্রচারে সহায়তা করতে পারেন। প্রতিটি প্রচেষ্টাতেই জায়গা-জমি, অর্থ, সংগঠন ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন ব্যবসা করবার জন্য জায়গার দরকার হয়, মূলধনের প্রয়োজন হয়, শ্রমের প্রয়োজন হয় এবং তা প্রসারের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেও এগুলির প্রয়োজন আছে। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বৈষয়িক কর্মগুলি সাধিত হয় কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, কিন্তু সেই একই কর্ম যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা পারমার্থিক কর্মে পরিণত হয়। যদি কারও যথেষ্ট টাকা থাকে, তা হলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য মন্দির অথবা অফিস তৈরি করতে সাহায্য করতে পারেন। কিংবা তিনি গ্রন্থাদি প্রকাশনায় সাহায্য করতে পারেন। ভগবানের সেবার জন্য নানা রকম কাজ করবার সুযোগ রয়েছে, তবে সেই কাজগুলি করতে উৎসাহী হতে হবে। কেউ যদি তার কর্মের ফল সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি অন্তত তার কিছু অংশ ভগবানের বাণী প্রচারের কাজে দান করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

ভগবানের বাণী বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেবা করার ফলে ক্রমান্বয়ে ভগবৎ-প্রেমের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ১১

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

অথ—আর যদি; **এতৎ**—এই; **অপি**—ও; **অশক্তঃ**—অক্ষম; **অসি**—হও; **কর্তুম্**—করতে; **মৎ**—আমাতে; **যোগম্**—সর্বকর্ম অর্পণরূপ যোগ; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে; **সর্বকর্ম**—সমস্ত কর্মের; **ফল**—ফল; **ত্যাগম্**—ত্যাগ; **ততঃ**—তবে; **কুরু**—কর; **যতাত্মবান্**—সংযতচিত্তে।

গীতার গান

তাহাতেও যদি তব শক্তির অভাব ।
ভক্তিযোগ আশ্রয়েতে বিরুদ্ধ স্বভাব ॥
তবে সে বৈদিক কর্ম ত্যজি কর্মফল ।
অবশ্য সাধিবে তুমি যত্নেতে প্রবল ॥

অনুবাদ

আর যদি তাও করতে অক্ষম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে সংযতচিত্তে কর্মের ফল ত্যাগ কর।

তাৎপর্য

এমনও হতে পারে যে, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকের ফলে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে সহায়তা করতে অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে, সরাসরিভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে যুক্ত হন, তা হলে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে নানা রকম ওজর আপত্তি আসতে পারে অথবা নানা রকমের বাধাবিপত্তিও দেখা দিতে পারে। কারও যদিও এই রকমের সমস্যা থাকে, তাঁর প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর কর্মের সঞ্চিত ফল কোন সৎ উদ্দেশ্যে তিনি অর্পণ করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নানা রকম যজ্ঞবিধির বর্ণনা করা হয়েছে এবং

সেখানে বিশেষ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পূর্বকৃত কর্মের ফল অর্পণ করা যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিরুৎসাহী লোকেরা হাসপাতাল অথবা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে থাকেন। এভাবেই তাঁরা বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ দান করার মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ফল দান করে থাকেন। এই পন্থাকেও এখানে অনুমোদন করা হয়েছে, কারণ এভাবেই কর্মফল দান করার মাধ্যমে চিত্ত ক্রমশ নির্মল হতে থাকে এবং চিত্ত নির্মল হলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত অবশ্য অন্য কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতই চিত্তকে নির্মল করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের পথে যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়, তা হলে কর্মফল ত্যাগ করার পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সূত্রে সমাজসেবা, সম্প্রদায়-সেবা, জাতির সেবা, দেশের জন্য ত্যাগধর্ম আদি গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার পরিণামে কোন এক সময়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যেতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে, *যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্*—কেউ যদি সর্ব কারণের পরম কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ তা উপলব্ধি না করে, পরম কারণের উদ্দেশ্যে কোন কিছু অর্পণ করতে মনস্থ করে থাকেন, তা হলে সেই কর্ম অর্পণের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এক সময় জানতে পারবেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১২

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

শ্রেয়ঃ—শ্রেষ্ঠ; **হি**—অবশ্যই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অভ্যাসাৎ**—অভ্যাস অপেক্ষা; **জ্ঞানাৎ**—জ্ঞান অপেক্ষা; **ধ্যানম্**—ধ্যান; **বিশিষ্যতে**—শ্রেষ্ঠ; **ধ্যানাৎ**—ধ্যান থেকে; **কর্মফলত্যাগঃ**—কর্মফল ত্যাগ; **ত্যাগাৎ**—এই প্রকার ত্যাগ থেকে; **শান্তিঃ**—শান্তি; **অনন্তরম্**—তারপর।

গীতার গান

ভক্তিযোগে অসমর্থ যেবা অভ্যাসই ভাল ।
তাহাতে যে অসমর্থ জ্ঞানেতে সুফল ॥

Scanned with CamScanner

তাহাতেও অসমর্থ আত্মচিন্তা শ্রেয় ।
তাহাতেও অসমর্থ কর্মযোগ শ্রেয় ॥
কাম্য কর্মে সুখ নাহি ত্যাগই উত্তম ।
ত্যাগই শান্তির মূল তাতে নাহি ভ্রম ॥

অনুবাদ

তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও, তা হলে জ্ঞানের অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেন না এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি দুই রকমের—বৈধীভক্তির পন্থা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্তি-জনিত প্রেমভক্তির পন্থা। যাঁরা ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি আচরণ করতে অসমর্থ, তাঁদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের প্রভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং ধ্যানের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। কতকগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ নিরাকার বলে মনে হয় এবং সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা প্রয়োজন হয় তখনই, যখন কেউ ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে অসমর্থ হন। যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ, কোন সৎ উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, ভগবানের সমীপবর্তী হবার দুটি পন্থা আছে—তার একটি হচ্ছে ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি হচ্ছে সরাসরি পন্থা। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা এবং অপরটি হচ্ছে কর্মফল ত্যাগের পন্থা। এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার ফলে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার পরে ধ্যানের স্তরে, তার পরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে এবং সব শেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির স্তরে। এখন, কেউ ধাপে ধাপে এগোতে

পারেন, অথবা সরাসরি পন্থা গ্রহণ করতে পারে। সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতির পন্থা গ্রহণ করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবান অর্জুনকে পরোক্ষ পন্থাটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যাঁরা প্রেমভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেননি, তাঁদের জন্যই কেবল এভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রহ্ম-উপলব্ধি, পরমাত্মা-উপলব্ধি আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে *ভগবদ্গীতায়* প্রত্যক্ষ পন্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেই যেন এই সরাসরি পন্থা অবলম্বন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অদ্বেষ্টা—দ্বেষবর্জিত; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের প্রতি; **মৈত্রঃ**—বন্ধু-ভাবাপন্ন; **করুণঃ**—কৃপালু; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার রহিত; **সম**—সম-ভাবাপন্ন; **দুঃখ**—দুঃখে; **সুখঃ**—সুখে; **ক্ষমী**—ক্ষমাশীল; **সন্তুষ্টঃ**—পরিতুষ্ট; **সততম্**—সর্বদা; **যোগী**—ভক্তিযোগে যুক্ত; **যতাত্মা**—সংযত স্বভাব; **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**—দৃঢ় সংকল্পযুক্ত; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিত**—অর্পিত; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **যঃ**—যিনি; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

আমার যে ভক্ত সর্বগুণের আধার ।
সকলের মিত্র হয় হিংসা নাহি তার ॥
ভক্ত নহে হিংসার পাত্র ভক্ত সে করুণ ।
জীবের দুর্দশা হেরি সদা দুঃখী মন ॥

Scanned with CamScanner

দেহে আত্ম বুদ্ধি ভ্রম ভক্তের সে নাই ।
নির্মমোনিরহঙ্কার দুঃখের বালাই ॥
সর্বত সন্তুষ্ট যোগী সে দৃঢ় নিশ্চয় ।
যত্নশীল নিজ কার্যে আমাতে বিলয় ॥
তার কার্য মন প্রাণ আমাতে নিযুক্ত ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত সর্বদাই মুক্ত ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধু-ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনার পর, এই শ্লোক দুটিতে ভগবান আবার শুদ্ধ ভক্তের অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এমন কি তিনি তাঁর শত্রুর প্রতিও শত্রুতা করেন না; তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত কর্মের দোষে এই লোকটি আমার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করছে। তাই, কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরবে সেই কষ্ট সহ্য করাই শ্রেয়।" *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—*তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্*। ভক্ত যখনই কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, এটি তাঁর প্রতি ভগবানেরই কৃপা। তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত অপকর্মের ফলস্বরূপ আমার দুঃখের বোঝা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার ফলে আমার সেই দুঃখের ভার লাঘব হয়ে গেছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় আমি কেবল অল্প একটু কষ্ট পাচ্ছি।" তাই, নানা দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই শান্ত, নীরব ও সহনশীল। ভগবদ্ভক্ত সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও। *নির্মম* বলতে বোঝায় যে, ভক্ত দেহ সম্পর্কিত দুঃখ-যন্ত্রণাকে তত গুরুত্ব দেন না, কারণ তিনি ভালভাবে জানেন যে, জড় দেহটি তিনি নন। তিনি তাঁর জড় দেহটিকে তাঁর স্বরূপ বলে মোটেই মনে করেন না। তাই, তিনি সর্বতোভাবে অহঙ্কারমুক্ত এবং দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থাতেই সম-ভাবাপন্ন। তিনি সহিষ্ণু এবং পরমেশ্বর

ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অত্যধিক কষ্ট স্বীকার করে কোন কিছু পাওয়ার জন্য তিনি অধিক প্রয়াস করেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎফুল্ল। তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, কারণ তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করতে স্থিরসংকল্প এবং যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাই তিনি দৃঢ়সংকল্প। তিনি কখনই কুতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা থেকে কেউই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি সর্বতোভাবে সচেতন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শাশ্বত চিরন্তন ভগবান। তাই, কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর এই সমস্ত গুণাবলী থাকার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে নিজের সমস্ত মন ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে অর্পণ করতে পারেন। এই প্রকার উন্নতমানের ভগবদ্ভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগের বিধি-নিষেধ পালন করে সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হন। অধিকন্তু, ভগবান বলেছেন যে, এই ধরনের ভক্ত তাঁর অতি প্রিয়, কারণ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ভগবান সর্বদাই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৫

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ—যাঁর থেকে; **ন**—না; **উদ্বিজতে**—উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়; **লোকঃ**—লোক; **লোকাৎ**—লোক থেকে; **ন**—না; **উদ্বিজতে**—উদ্বেগ প্রাপ্ত হন; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **হর্ষ**—হর্ষ; **অমর্ষ**—ক্রোধ ; **ভয়**—ভয়; **উদ্বেগৈঃ**—উদ্বেগ থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

গীতার গান

তার দ্বারা কোন লোক দুঃখ নাহি পায় ।
কাহাকেও মনে প্রাণে দুঃখ নাহি দেয় ॥
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ এসবে সে মুক্ত ।
অতএব মোর ভক্ত অতি প্রিয়যুক্ত ॥

অনুবাদ

যাঁর থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

Scanned with CamScanner

তাৎপর্য

ভক্তের আরও কয়েকটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভক্ত কখনই কারও দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভয় অথবা অসন্তোষের কারণ হন না। যেহেতু ভক্ত সকলের প্রতিই কৃপা পরায়ণ, তাই তিনি কখনই এমন কোন কাজ করেন না, যার ফলে কারও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনই, কেউ যদি ভক্তকে উৎকণ্ঠিত করতে চায়, তাতে তিনি কোন মতেই বিচলিত হন না। ভগবানেরই কৃপার ফলে তিনি এমনভাবে অভ্যস্ত যে, কোন রকম বাহ্যিক গোলযোগের দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, ভক্ত যেহেতু সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই জড় জগতের কোন অবস্থাই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। বৈষয়িক মানুষ সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ও দেহসুখের সম্ভাবনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, অন্যের কাছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এমন সমস্ত সামগ্রী রয়েছে, তা তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি খুব বিমর্ষ হন এবং পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠেন। যখন তিনি দেখেন তাঁর শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তিনি ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর জীবনে যখন ব্যর্থতা আসে, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত, তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৬

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অনপেক্ষঃ—নিরপেক্ষ; **শুচিঃ**—শুচি; **দক্ষঃ**—নিপুণ; **উদাসীনঃ**—উদাসীন; **গতব্যথঃ**—উদ্বেগশূন্য; **সর্বারম্ভ**—সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার; **পরিত্যাগী**—ফলত্যাগী; **যঃ**—যিনি; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

লোক ব্যবহারে ভক্ত সদা নিরপেক্ষ ।
উদাসীন গতব্যথ শুচি আর দক্ষ ॥
শুচি হয় মোর ভক্ত ব্রহ্ম সে স্বভাবে ।
জাতি বুদ্ধি নাহি কর ভক্ত সে বৈষ্ণবে ॥

অনুবাদ

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তকে টাকা-পয়সা দান করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি কখনও সেগুলি পাবার জন্য সংগ্রাম করেন না। ভগবানের কৃপায় যদি আপনা থেকেই তাঁর কাছে টাকা-পয়সা আসে, তাতে তিনি বিচলিত হন না। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই দিনে দুবার স্নান করেন এবং ভগবানের সেবার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। তাই, তিনি স্বভাবতই অন্তরে ও বাইরে অত্যন্ত নির্মল। ভক্ত সর্বদাই সুদক্ষ, কারণ জীবনের সমস্ত কর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং প্রামাণিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বতোভাবে নিঃসন্দেহ। ভক্ত কখনই কোন বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন না; তাই তিনি সর্বদাই উদাসীন। তিনি সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত, তাই তিনি কখনই ক্লেশ ভোগ করেন না। তিনি জানেন যে, তাঁর দেহটি একটি উপাধিমাত্র। তাই কখনও যদি দেহের কোন রকম যাতনা হয়, তাতে তিনি অবিচলিত থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত এমন কিছুর প্রয়াস করেন না, যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে হলে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু ভক্ত কখনও এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হন না, যদি তা তাঁর ভগবদ্ভক্তির উন্নতির সহায়ক না হয়। তিনি ভগবানের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন এবং সেই জন্য সমস্ত রকমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বড় বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রয়াসী হন না।

শ্লোক ১৭

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যিনি; **ন**—না; **হৃষ্যতি**—আনন্দিত হন; **ন**—না; **দ্বেষ্টি**—দ্বেষ করেন; **ন**—না; **শোচতি**—শোক করেন; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **শুভ**—শুভ; **অশুভ**—অশুভ; **পরিত্যাগী**—পরিত্যাগী; **ভক্তিমান্**—ভক্তিযুক্ত; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

Scanned with CamScanner

গীতার গান

জড় কার্যে হর্ষ দুঃখ যে জনের নাই ।
ত্যজিয়াছে যে আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যার নাই ॥
শুভাশুভ পরিত্যাগী যেবা ভক্তিমান ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত তাহাকে সম্মান ॥

অনুবাদ

যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং যিনি ভক্তিযুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত বৈষয়িক লাভ ও ক্ষতিতে উৎফুল্ল অথবা বিমর্ষ হন না। তিনি পুত্র অথবা শিষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তা না পেলে তিনি দুঃখিতও হন না। তাঁর প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে তিনি অনুতাপ করেন না। তেমনই, তাঁর ঈপ্সিত বস্তু না পেলে তিনি বিমর্ষ হন না। তিনি সব রকম শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য আদি জড় কর্মের ঊর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সব রকম বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত। কোন কিছুই তাঁর ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। এই ধরনের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৮-১৯

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

সমঃ—সম-ভাবাপন্ন; **শত্রৌ**—শত্রুর প্রতি; **চ**—ও; **মিত্রে**—মিত্রের প্রতি; **চ**—ও; **তথা**—তেমন; **মান**—সম্মানে; **অপমানয়োঃ**—অপমানে; **শীত**—শীতে; **উষ্ণ**—গরমে; **সুখ**—সুখ; **দুঃখেষু**—দুঃখে; **সমঃ**—সম-ভাবাপন্ন; **সঙ্গবিবর্জিতঃ**—কুসঙ্গ-বর্জিত; **তুল্য**—সমবুদ্ধি; **নিন্দা**—নিন্দা; **স্তুতিঃ**—স্তুতিতে; **মৌনী**—সংযতবাক্;

সন্তুষ্টঃ—পরিতুষ্ট; **যেন কেনচিৎ**—যৎকিঞ্চিৎ লাভে; **অনিকেতঃ**—গৃহাসক্তিশূন্য; **স্থির**—স্থির; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **ভক্তিমান্**—ভক্তিযুক্ত; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **নরঃ**—মানুষ।

গীতার গান

শত্রু মিত্র অপমান কিংবা নিজ মান ।
জড়মুক্ত মোর ভক্ত মানয়ে সমান ॥
শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এক যেবা মানে ।
সঙ্গমুক্ত সেই ভক্ত স্থিত আত্মজ্ঞানে ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর সন্তুষ্ট গম্ভীর ।
নিকেতন তার নাই মতি তার স্থির ॥
সেই মোর প্রিয় ভক্ত সেই ভক্তিমান ।
ভক্তের লক্ষণ যত করিনু ব্যাখ্যান ॥

অনুবাদ

যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সম-ভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ-বর্জিত, সংযতবাক্, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই রকম ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদাই সব রকম অসৎসঙ্গ থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও কখনও কেউ প্রশংসিত হয় এবং কেউ নিন্দিত হয়; সেটিই হচ্ছে মানব-সমাজের স্বভাব। কিন্তু ভক্ত সর্বদাই কৃত্রিম প্রশংসা ও নিন্দা, সুখ অথবা দুঃখ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথাই বলেন না। তাই তাঁকে বলা হয় মৌন। মৌন শব্দের অর্থ এই নয় যে, কারও কথা বলা উচিত নয়; মৌন শব্দের অর্থ হচ্ছে বাজে কথা না বলা। প্রয়োজনীয় কথাই কেবল মানুষের বলা উচিত এবং ভক্তের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কথা বলা। ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই সুখী। তাঁর ভাগ্যে কখনও অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার জুটতে পারে, কখনও না-ও জুটতে পারে, কিন্তু তিনি সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। তাঁর বাসস্থানের কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি কখনও যত্ন করেন না। তিনি কখনও গাছের নীচে থাকতে পারেন, কখনও আবার বিরাট প্রাসাদোপম

Scanned with CamScanner

অট্টালিকাতেও থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট নন। তিনি হচ্ছেন অবিচলিত, কারণ তিনি সত্যসংকল্প ও জ্ঞানী। ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সদ্‌গুণ ব্যতীত কখনই যে শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না, সেটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই তা করা হয়েছে। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—যে ভক্ত নয়, তার কোন সদ্‌গুণ নেই। যিনি ভক্তরূপে পরিচিত হতে চান, তাঁর পক্ষে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি অর্জন করা একান্ত কর্তব্য, তবে এর জন্য তাঁকে বাহ্যিক প্রয়াস করতে হয় না। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে, আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলির বিকাশ হয়।

শ্লোক ২০

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যে—যাঁরা; **তু**—কিন্তু; **ধর্ম**—ধর্ম; **অমৃতম্**—অমৃতের; **ইদম্**—এই; **যথা**—যেমন; **উক্তম্**—কথিত; **পর্যুপাসতে**—পূর্ণরূপে উপাসনা করেন; **শ্রদ্দধানাঃ**—শ্রদ্ধাবান; **মৎপরমাঃ**—মৎপরায়ণ; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **তে**—সেই সকল; **অতীব**—অত্যন্ত; **মে**—আমার; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

এই শুদ্ধ ভক্তি যেবা করিবে সাধনা ।
অমৃত সে ধর্ম জান জড় বিলক্ষণা ॥
তাহাতে যে শ্রদ্ধাযুক্ত অনুকূল প্রাণ ।
অত্যন্ত সে প্রিয় ভক্ত আমার সমান ॥

অনুবাদ

যাঁরা আমার দ্বারা কথিত এই ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ২য় শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত—*ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্* (আমাতে মনোনিবেশ করে) থেকে *যে তু ধর্মামৃতমিদম্* (এই অমৃতময় ধর্ম) পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমীপবর্তী হবার জন্য অপ্রাকৃত সেবার পন্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এই

পন্থাগুলি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি যখন সেগুলির মাধ্যমে নিয়োজিত হন, ভগবান তখন তা গ্রহণ করেন। অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করেছেন যে নির্বিশেষবাদী এবং অনন্য ভক্তি সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেছেন যে ভক্ত, এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেয়। তার উত্তরে ভগবান তাঁকে স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন যে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করাটাই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই অধ্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গের প্রভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার প্রতি আসক্তি জন্মায় এবং তার ফলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ, কীর্তন করা শুরু হয় এবং তখন দৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও ভক্তি সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন সম্ভব হয়। এভাবেই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হতে হয়। এই অধ্যায়ে এই পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আত্ম-উপলব্ধির জন্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য ভক্তিযোগই যে পরম পন্থা, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ উপলব্ধি করার যে পন্থা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল আত্ম-উপলব্ধি লাভের পথে একান্ত প্রয়োজনীয় আত্ম-সমর্পণের সময় পর্যন্তই অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপের ভক্তিযুক্ত সেবাই হচ্ছে পরম প্রাপ্তি। পরমেশ্বরের নির্বিশেষ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কর্মফল ভোগের আশা পরিত্যাগ করে ধ্যান করতে হয় এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ না করা পর্যন্ত এই পন্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, কেউ যদি সরাসরিভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে আর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পরমার্থ সাধনের পথে এগোতে হয় না। *ভগবদ্গীতার* মধ্য ভাগের ছয়টি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সহজসাধ্য। এই পন্থায় দেহ ধারণ করার জন্য জড় বস্তু-বিষয়ক দুশ্চিন্তা করতে হয় না, কারণ ভগবানের কৃপায় সব কিছু আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'ভক্তিযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

Scanned with CamScanner